সমকাল

তারিখ 10 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিনামূল্যের পাঠ্যবই এবং

সময়ের কথা | অজয় দাশগুপ্ত

সাংবাদিক

সম্প্রতি ঢাকার সন্নিকটে একটি বিদ্যালয়ের এক সিনিয়র শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ঘটেছিল। বিদ্যালয়টির নামের সঙ্গে অবশ্য কলেজ যুক্ত হয়েছে। মোট শিক্ষার্থী প্রায় পাঁচ হাজার। শিক্ষকের বাসায় দেখলাম প্রচুর গাইড বই। যেন এক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। পঞ্চম থেকে নবম-দশম, সব শ্রেণির প্রায় সব বিষয়ের গাইড বই তার সংগ্রহে। জানতে চাই– এসব কি কিনেছেন? উত্তর পাই– বিভিন্ন গাইড বই প্রকাশক দিয়ে যায় বিনামূল্যে। কেন বিনামূল্যে দেয়– উত্তর মেলে এভাবে, 'শিক্ষকরা যাতে ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার গাইড বই কিনতে উদ্বুদ্ধ করে– সে জন্য এটা এক ধরনের উপঢৌকন।' ফের প্রশ্ন করি– উপঢৌকন কেবলই কি কয়েক কপি বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ? উত্তর– মোটেই সেটা নয়। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের ম্যানেজ করে এবং এ জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করে। তিনি গভীর হতাশার সুরে বলেন, 'গাইড বইয়ের বাজার যে প্রকৃতই অনেক বড়!'

কত বড় এ বাজার? সমকালে গত বছরের ১৬ মার্চ 'পাঠ্যবইয়ের তাহলে কী দরকার?' শিরোনামে লিখেছিলাম, সরকার বিনামূল্যের বই প্রকাশের জন্য ব্যয় করছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের গাইড বই কিনতে হচ্ছে অন্তত ১৪শ' কোটি টাকার। বইয়ের ব্যবসায়ীরা এক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হারিয়ে ১৪শ' কোটি টাকার ব্যবসার সুযোগ তৈরি করেছেন।

গত বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৩৬ কোটি ২০ লাখ বই ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যে এক কোটি বই ছিল টিচার্স গাইড। এবার এই গাইডের দরকার নেই। বইয়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে ৩৬ কোটির কিছু বেশি। আর তা পাবে ৪ কোটি ৩৬ লাখ ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী। এ জন্য ব্যয় পড়বে ১২শ' কোটি টাকা। সরকারের আরও একটি ভালো পদক্ষেপ– ইন্টারনেটে স্কুলের সব বই তুলে দেওয়া। যে কোনো ছাত্রছাত্রী সেখান থেকে তার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা প্রিন্ট করে নিতে পারে। কিন্তু কেউ সামান্য চেষ্টাতেই জানতে পারবেন, গাইড বই প্রকাশকরা ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছেন। তারা ২০১৮ সালের জন্য বই ছাপার কাজ শুরু করেছেন। তাহলে আবারও প্রশ্ন করা যায়– পাঠ্যবই প্রকাশের জন্য সরকারের ১২শ' কোটি টাকা ব্যয় কেন করা হচ্ছে? ছাত্রছাত্রীদের যদি বাধ্যতামূলকভাবেই গাইড বই কিনতে হয়, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকরা যদি তাদের এটা করতে বাধ্যই করে থাকেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেটা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে না পারে– তাহলে এই অপচয়ের কোনো অর্থ হয় না। স্কুলের পাঠ্যবই এবং গাইড বই যারা খুঁটিয়ে দেখেন তাদের এটা জানা যে, যা আছে পাঠ্যবইয়ে তার সবটাই আছে গাইড বইয়ে। আর গাইড বইয়ে বাড়তি আছে অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর। তাহলে কেন পাঠ্যবই দরকার পড়বে?

কথায় বলে বুদ্ধি থাকলে নদীর ঢেউ গুনেও টাকা কামানো যায়। এ নিয়ে একটি গল্প আছে এভাবে– এক রাজার বাড়ির দুধওয়ালা দুধে প্রচুর পানি মেশাত। একদিন সেটা রাজার কানে গেল এবং দুধওয়ালাকে তলব করা হলো। দুধওয়ালা অভয় পেয়ে জানাল– রাজবাড়ির দারোয়ানকে ঘুষ দিতে হয় প্রতিদিন এবং সেটা পুষিয়ে নিতেই দুধে পানি মেশাতে হয়। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে দারোয়ানকে বরখাস্ত করেন। তবে হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি করায় হুকুম হয়, নদীর তীরে রাতদিন বসে থাকবি। তোর কাজ কেবল ঢেউ গোনা। নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার পরও দেখা গেল ওই দারোয়ানের আয়ে কমতি নেই। কারণ সে যে রাজার লোক! নদী দিয়ে যত নৌকা যেত, সে প্রতিটি থেকে জোর করে টাকা নিত।

আমাদের বই ব্যবসায়ীরাও হাল ছাড়েননি। তারা পাঠ্যবইয়ের ব্যবসা হাতছাড়া হওয়ার পর কিছুদিন হৈচৈ করেছেন। কিন্তু দ্রুতই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের। একদল সরকারের কাছ থেকে পাঠ্যবই ছাপার জন্য কাগজ সরবরাহের কাজ নিয়েছে। আরেক দল প্রিন্টিং ব্যবসা নিয়েছে। কেউবা যুক্ত হয়েছে বাঁধাই কিংবা অন্য কোনো কাজে। আরেক দল লেগে পড়েছে গাইড বইয়ের ব্যবসায়। সরকারের কাজ পেলে অনেক ব্যবসা। শনিবার সমকালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল : 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয় : ফটোকপি মেশিনের দাম ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা!' প্রতিবেদনে বলা হয়, বাজারে এ মানের একটি ফটোকপি মেশিন ৬০-৬৫ লাখ টাকাতেই পাওয়া যায়। এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সহজ উত্তর– উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে মেশিনটি কেনা হয়েছে। কোনো অনিয়ম হয়নি। সবচেয়ে কম দরদাতাই মেশিনটি সরবরাহ করেছে। তার এ বক্তব্যে এক বর্ণও মিথ্যা নেই। তবে যদি এমন হয়, যিনি সরবরাহের অর্ডার পেয়েছেন তিনিই অন্য কাউকে দরপত্র জমা না দিতে প্রয়োজনীয় কলকাঠি নাড়েন। এ প্রশ্নে কেউ বলবেন, এখন তো অনলাইনেও দরপত্র দেওয়া যায়। এর উত্তরে বলা যায়, যারা সরকারি কাজের ঠিকাদারি বাগিয়ে নেয় তারা ইতিমধ্যেই কৌশল বের করেছে, কীভাবে প্রতিপক্ষকে নিবৃত্ত করা যায়। অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়ার নিয়ম অনেক প্রতিষ্ঠানে চালু হওয়ায় প্রকাশ্যে খুন-জখম কমেছে। টেন্ডার বাক্সের সামনে আর পাহারা বসাতে হয় না। কিন্তু কে কোন কাজ পাবে সেটা যদি আগেভাগেই ঠিক হয়ে থাকে এবং অন্যদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এ ব্যবসা কে পাবে সেটা ঠিক হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কে সাহস করে বলবে যে আমি ৬০-৬৫ লাখ টাকাতেই ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করব এবং তাতেও আমার ভালো লাভ থাকবে?

পাঠ্যবইও কিন্তু এভাবেই প্রকাশ হয়। তার বখরা যায় নানা ঘাটে।

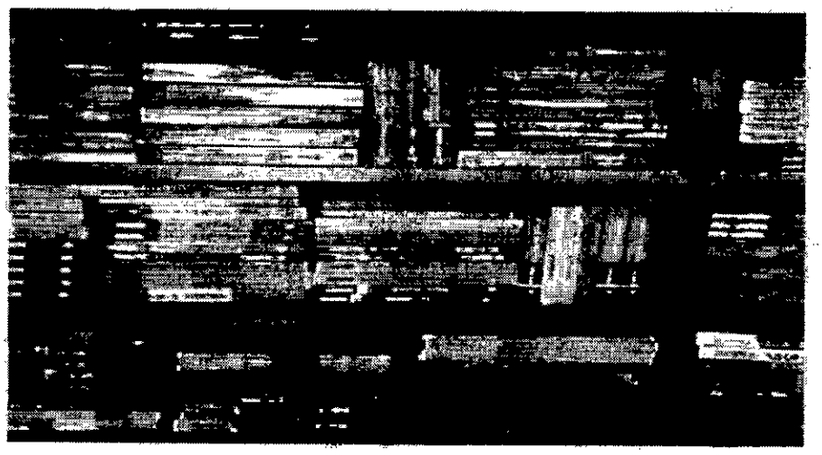

আমাদের বই ব্যবসায়ীরাও হাল ছাড়েননি। তারা পাঠ্যবইয়ের ব্যবসা হাতছাড়া হওয়ার পর কিছুদিন হৈচৈ করেছেন। কিন্তু দ্রুতই নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন নিজেদের। একদল সরকারের কাছ থেকে পাঠ্যবই ছাপার জন্য কাগজ সরবরাহের কাজ নিয়েছে। আরেক দল প্রিন্টিং ব্যবসা নিয়েছে। কেউবা যুক্ত হয়েছে বাঁধাই কিংবা অন্য কোনো কাজে। আরেক দল লেগে পড়েছে গাইড বইয়ের ব্যবসায়

ঢাকার অদূরে যে শিক্ষকের সঙ্গে কথা হয়, তিনি আরও চমকপ্রদ তথ্য দিলেন স্কুলশিক্ষা সম্পর্কে। তার সঙ্গে আলোচনার সময় আরও দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছ থেকে জানা গেল, বিদ্যালয়গুলোতে কতজন শিক্ষক নিয়োগ হবে সেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঠিক করে দেয়। দেশের শহর ও গ্রামের সর্বত্র শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষাবান্ধব। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পাঁচ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রী। দেশের লোকসংখ্যার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ শিক্ষার্থী। একটু ভালো স্কুল বা কলেজ হলেই ভর্তির জন্য প্রচণ্ড চাপ। ছাত্র ভর্তি হলে চাই